দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...২|০৩|২০০০
পৃষ্ঠা ...১৫ কলাম ...৪ ......

99

১৮টি মহিলা কলেজ সরকারীকরণ

শিক্ষক-কর্মচারীদের ভাগ্য ৪ বৎসর যাবৎ ঝুলন্ত

সুনামগঞ্জ হইতে সংবাদদাতা ॥ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী সুনামগঞ্জ মহিলা কলেজসহ দেশের ১৮টি মহিলা কলেজ সরকারীকরণ করা হইলেও প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকুরী গত চার বৎসরেও সরকারীকরণ করা হয় নাই। ফলে ঐ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে হতাশা, আর্থিক সংকট ও অসন্তোষ বিরাজ করিতেছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর '৯৬ সনের ৮ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জে শেখ ফজিলাতুন্নেসা মহিলা কলেজ মাঠে এক জনসভায় দেশের ১৮টি মহিলা কলেজকে সরকারীকরণের ঘোষণা দেন। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ১৮টি কলেজকে সরকারীকরণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করিয়া কর্মচারীদের বদলী, পদোন্নতি, নিয়োগ ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। পরে প্রেসিডেন্টের আদেশক্রমে ১৮টি কলেজকে একই সঙ্গে সরকারীকরণ করিয়া গেজেট করা হয় এবং কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারীকরণে প্রস্তাব পাঠাইবার জন্য ডিজিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। ডিজি অফিস হইতে এই প্রস্তাব যথারীতি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। '৯৭ সনের অক্টোবর মাসে ১৮টি মহিলা কলেজে কর্মরত চাকুরীজীবীদের এডহক ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য শিক্ষা অধিদপ্তর হইতে একটি প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু প্রস্তাব প্রেরণের তিন বৎসর পরও কর্মরত চাকুরীজীবীদের আত্মীকরণ করা হয় নাই। খোঁজ নিয়া জানা যায়, কলেজ শিক্ষক পরিষদ ও বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) সমিতির দ্বন্দ্বের কারণে কর্মচারীদের সরকারীকরণ সম্ভব হয় নাই। গত ৫ই জানুয়ারী দুই শিক্ষক সমিতির যৌথ সভায় একটি আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে দায়ের করা মামলার নিষ্পত্তি হইয়াছে এবং আত্মীকরণ বিধিমালা '২০০০ নামে আরেকটি প্রস্তাব পেশ করা হইয়াছে। সুনামগঞ্জ মহিলা কলেজের একটি সূত্রে জানা যায়, আত্মীকরণ বিধিমালা ২০০০-এ শিক্ষক-কর্মচারীদের স্বপদে থাকার বা আত্মীকরণের কোন বিধান নাই জানার পরও শিক্ষক-কর্মচারীরা এই প্রস্তাব মানিয়া নিয়াছেন। কিন্তু তারপরও শিক্ষক-কর্মচারীদের আত্মীকরণের কোন উদ্যোগ নেওয়া হইতেছে না। অজানা আশংকায় শিক্ষক-কর্মচারীরা তাহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারিতেছেন না।